ঈসা (Jesus) সম্পর্কে কোরআন ও বাইবেল

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে" ঈসা(Jesus) সম্পর্কে কোরআন ও বাইবেল"

ঈসা সম্পর্কে কোরআন ও বাইবেলে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

১। সে (কোলের শিশু ঈসা) বললোঃ "আমি আল্লাহর দাস, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।

সুরা ১৯ , আয়াতঃ২৯-৩২

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۲۹﴾

অতঃপর মারইয়াম সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তারা বললোঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো?

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؗ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿۳۰﴾

শিশুটি বললোঃ আমি তো আল্লাহর বান্দাহ; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।

وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۳۱﴾

যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততোদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে।

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেন নাই অহংকারী ও হতভাগ্য।

২।আর তাঁকে (ঈসাকে) রসুল হিসাবে পাঠাবেন বনী ইসরাইলের কাছে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৪৯

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ
اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ
طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

আর তাঁকে ঈসরাইল বংশীয়গণের জন্যে রাসুল করবেন; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে মাটি হতে পাখির আকার গঠন করবো, তারপর ওর মধ্যে ফুঁ দেব অনন্তর আল্লাহর আদেশে ওটা পাখি হয়ে উড়ে যাবে এবং জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা ভক্ষন কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখ- তদ্বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছি ; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

বাইবেলের বাণী

১।ম্যাথ্যু(Mathew) ১৩:৫৭

নাযারেথের (Nazareth) অধিবাসী ঈসাকে(Jesus) প্রত্যাখ্যান করলো । ঈসা(Jesus) তাদেরকে বললেন,

“একজন নবী নিজের শহর ও নিজের পরিবার ব্যতীত অন্য সব জায়গায় সম্মানিত হয়ে থাকেন”।

২। ম্যাথু(Mathew) ২১:১০-১১

ঈসা (Jesus)যখন জেরুজালেম গমণ করলেন, তখন পুরো শহরে শোরগোল পড়ে গেল, কে সে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো। জনতা উত্তর দিল, তিনি নবী। গ্যালিলির (Galilee) নাযারাথ (Nazareth) থেকে জেরুজালেম এসেছেন।

৩।ম্যাথু(Mathew) ২১:৪৫

পুরোহিত/ধর্মযাজক নেত্রিবৃন্দ, ফরাসীরা (প্রাচীন ইহুদী জাতির অন্তর্ভূক্ত ধার্মিক ও আচারনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত সম্প্রদায়বিশেষ) লক্ষ্য করলো ঈসার (Jesus) উপদেশপূর্ণ কথা/দৃষ্টান্ত তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। তারা ঈসাকে (Jesus) বন্দী করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তারা জনগণকে ভয় করল কারণ জনগণ ঈসাকে(Jesus) আল্লাহর নবী হিসাবে মেনে নিয়েছে।

৪।লুক (Luke) ৭:১৬

(ঈসা যখন একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করলো) তারা(জনগণ) ভয় পেয়ে গেল এবং সৃষ্টিকর্তার (God) প্রশংসা করলো । তারা বললো, আমাদের মাঝে একজন বিশিষ্ট/মহান নবীর আবির্ভাব হয়েছে।

৫। লুক (Luke) ২৪:১৯

নাযারেথের ঈসা(Jesus) একজন নবী। সৃষ্টিকর্তা (God) এবং সমস্ত মানুষ তাঁকে মহান নবী হিসেবে মেনে নিল , কারণ তাঁর সমস্ত কথা এবং কাজ ছিল শক্তিশালী।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আমরা মুসলমানরা সমস্ত নবীদের উপর বিশ্বাস রাখি এবং এটা আমাদের ঈমান যে,নবীরা সৃষ্টিকর্তা থেকে ঐশী জ্ঞান লাভ করে থাকেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে থকেন দুনিয়ায় ভাল কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার।

আমাদের বিশ্বাস কিয়ামতের পূর্বে ঈসার আগমন ঘটবে এবং তিনি ইসলামের বিজয় সারা পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন। তার আগমন নবী হিসাবে হবে না, বরং মুহম্মদ(সঃ) এঁর অনুসারী হিসাবে হবে। কারণ মুহম্মদ(সঃ) এঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না তিনি সর্বশেষ নবী। আল-কুরান শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অন্য কিতাবসমূহ এখন অনুসরণ করা যাবে না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।